ব্রাজিলের সিরি এ'র ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করল সাও বেন্তো ও গুয়ারানি।

মাঠে - ময়দানে

চিলি কোপা ম্যাচে জেনারেল ভেলেরুয়েজেকে ৪-১ গোলে হারাল ইউনিয়ন স্প্যানিওল।

দ্বিতীয় দিনেই শেষ ঐতিহাসিক টেস্ট, বল হাতে জ্বলে উঠলেন অ-জা জুটি

দ্বিতীয় দিনে শেষ ঐতিহাসিক টেস্ট। এই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে টেস্ট ট্রফিকে সামনে রেখে আফগান ও ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুন: দ্বিতীয় দিনেই শেষ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক টেস্ট। প্রথম দিনের শেষে আফগান বোলারদের দাপট থাকলেও দ্বিতীয় দিনের প্রথমে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করে হার্দিক পান্ডিয়া সহ বাকি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। প্রথম দিনে ব্যাট হাতে হার্দিক পান্ডিয়া ১০ ও অশ্বিন ৭ অপরাজিত ছিলেন। ঋদ্ধিমান সাহার চোটের জন্য দলে আসা একমাত্র উইকেটকিপার দীনেশ কার্তিক মাত্র ৪ রান করে রান আউট হয়। আফগান বোলার রশিদ খান ২৬ ওভার বল করে ১২০ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নিয়েছিলেন। মুজিব ১৪ ওভারে ৬৯ রানে ১টি উইকেট পেলেও নবি ৮ ওভারে ৪৫ রানে কোনও উইকেট পাননি। ইয়ামিন ১৩ ওভারে ৬টি ওভার মেডেন সহ ৩২ রানে ২টি উইকেট নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত ৯০ ওভার বল না হওয়ায় দ্বিতীয় দিনের শুরুতে নতুন বলের প্রয়োগ না করে কোচ ও অধিনায়কের পরামর্শ অনুযায়ী পুরনো বলেই খেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আফগানীরা। পুরনো বলেই আগুন ঝরাতে দেখা যায় আফগান পেসার ইয়ামিন আহমেদজা ও ওয়াফাদারকে। প্রথম দিনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করেছিলেন শিখর ধাওয়ান। মাত্র ৯৬ বলে ১০৭ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৯টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। ভাল ব্যাটিং করেন মুরলি বিজয়ও। প্রথম দিকে একটু দেখে খেললেও চা-বিরতির পর আক্রমণাত্মক মেজাজেই দেখা যায় তাঁকে। ১৫৩ বলে ১০৫ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৫টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। এরপর ব্যাট করতে আসে আরেক ফর্মের শিখরে থাকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুল। আইপিএলে নিজের জাত চিনিয়ে ছিলেন তিনি। আইপিএলে যেখানে শেষ করেছিলেন, আফগান টেস্টে সেখান থেকেই যেন আবার শুরু করলেন। মাত্র ৬৪ বলে ৫৪ রান করলেন তিনি। তাঁর ইনিংসের ৮টি বাউন্ডারিই বলে দিচ্ছে সে কতটা আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। এছাড়া পুজারা ৫২ বলে ৩৫ রান করলেও অধিনায়ক রাহানে ৪৫ বলে মাত্র ১০ রান করেন। ৮ ওভারে ৩৪৭ রানে ৬ উইকেট এই স্কোরে প্রথম দিনের খেলা শেষ হলেও দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ইয়ামিনের বলেই ১৮ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপরই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় হার্দিক পান্ডিয়াকে। ৯৪ বলে ৭১ রান করেন তিনি। তাকে ফেরান ওয়াফাদার। জাদেজা (২০) ও ইশান্ত (৮) রান করেন। শেষদিকে ২১ বলে ২৬ রানের দ্রুত গতিতে রান তোলেন উমেশ যাদব। ১০৪.৫ ওভারে ৪৭৪ রানে অল-আউট হয়ে যায় ভারত। আফগানিস্তানের ভরসা যোগ্য স্পিনার রশিদ খান ৩৪.৫ ওভার বল করে ১৫৪ রান দিয়ে ২টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় ভুল রশিদ খানকে দিয়ে দীর্ঘ ওভার বল করানো। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দল যে বোলারের উপর বেশি নির্ভর করে সেই বোলারকে কম বল করিয়ে যত বেশি উইকেট সংগ্রহ করা যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে অধিনায়ককে। কিন্তু আফগানিস্তান স্পিনারদের উপর নির্ভর করলেও সাফল্য পেয়েছেন পেসাররা। অন্য দুই স্পিনার রহিম নবি (১৩-৬৫-১) ও মুজিব-উর-রহমান (১৫-৭৫-১) পুরোপুরি ব্যর্থ। পেসার ইয়ামিন (১৯-৭-৫১-৩) ও ওয়াফাদার (২১-৫-১০০-২) কিছুটা হলেও সাফল্য পেয়েছে। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামা আফগানিস্তান টিমের শুরুটা ভাল হয়নি। মহম্মদ শাহজাদ ১৮ বলে ১৪ রান করেন রান আউট হয়। তারপরেই শুরু হয় আশা যাওয়ার পালা। জাভেদ আহমেদি (১), রহমত শাহ (১৪), আসফার (৬), শাহিদি (১১), অধিনায়ক আসগর (১১), মহম্মদ নবি (২৪), রশিদ খান (৭), ইয়ামিন (০), মুজিব-অর-রহমান (১৫) রান করেন। অপরাজিত থাকেন ওয়াফাদার (৬)। ভারতের হয়ে প্রথম ইনিংসে সবথেকে বেশি উইকেট পান রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অনেক দিন পর টেস্টে কামব্যাক করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। সঙ্গে খেলা শুরু হওয়ার আগে আফগান অধিনায়ক বলেছিলেন ভারতের স্পিনারের থেকে আফগান স্পিনাররা অনেক বেশি ভাল। তাকেও জবাব দিলেন অশ্বিন। সঙ্গে জাদেজাও নিলেন ২টি উইকেট। এছাড়া নিয়মুথ বোলিং করেন উমেশ যাদব ও ইশান্ত শর্মা। ইশান্ত ২টি ও উমেশ ১টি করে উইকেট নেন প্রথম ইনিংসে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৯ রানে অল আউট হয়ে যাওয়ার পর টিম আফগানকে ফলোঅন করে ভারতকে। দ্বিতীয় ইনিংসে ফলোঅন বাঁচাতে নেমে প্রথম ইনিংসের থেকেও আরও কম রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায় পুরো আফগান টিম। মাত্র ১০৩ রান করে তারা। বোলাররা নিজেদের কাজ করলেও ব্যাটিং পারফরম্যান্স ভাল না হওয়ায় ভারতের কাছে এই লজ্জার হার স্বীকার করে নিতে হয় আফগান ক্রিকেটারদের। দ্বিতীয় ইনিংসে মহম্মদ শাহজাদ (১৩), জাভেদ আহমেদি (৩), রহমত শাহ (৪), আসফার (১), শাহিদি (৩৬*), অধিনায়ক আসগর (২৫), মহম্মদ নবি (০), রশিদ খান (১২), ইয়ামিন (১), মুজিব-অর-রহমান (৩) রান করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে অশ্বিন একটি উইকেট পেলেও জ্বলে ওঠেন রবীন্দ্র জাদেজা। একা হাতে আফগান ব্যাটসম্যানদের ছন্নছাড়া করে দেন তিনি। মাত্র ৯ ওভার বল করে ৪টি উইকেট নেন তিনি। এছাড়া উমেশ যাদব ৩টি ও ইশান্ত ২টি উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয় ভারতের প্রথম ইনিংসে শতরান করা শিখর ধাওয়ান। অন্যদিকে, ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় জাহির খান (৩১১) টপকে গেলেন অশ্বিন। চতুর্থ স্থানে আছে অশ্বিন। দ্বাদশ ওভারের আফগান অধিনায়ককে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে এই খেতাব অর্জন করেন তিনি। অশ্বিনের আগে রয়েছেন ভারতের অনিল কুম্বলে (৬১৯), কপিল দেব (৪৩৪) ও হরভজন সিং (৪১৭)।

মিশরের বিরুদ্ধে জয় উরুগুয়ের

ইয়েকাটেরিনবার্গ, ১৫ জুন: রাশিয়া বিশ্বকাপের শুরুটা জয় দিয়ে করল উরুগুয়ে। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলতে নামা মিশরকে জোসে গিমেনেজের একমাত্র গোলে হারাল উরুগুয়ে। এদিন মিশরের কোচ হেক্টর কুপার দল সাজিয়েছিলেন ৪-২-৩-১ ছকে। আহম্মদ ফাথি, আলি গবর্ব, আহম্মদ হেগজি, মহম্মদ আব-ই-শেফি ডিফেন্ডার সহ দুই মিডফিল্ডার মহম্মদ এনিনি, তারেক আহম্মদ। ওয়ার্দা, আব্দালহ-ই-শেদি, মহম্মদ তেরেওয়েত সহ এক স্ট্রাইকার মারওয়ান মহসেন। সালাহ এদিন চোটের জন্য খেলতে পারেনি। উরুগুয়ে কোচ অস্কার দল সাজিয়ে ছিলেন ৪-৪-২ ছকে। ইডিনসন কাভানি ও লুই সুয়ারেজকে রেখে দল সাজিয়ে ছিলেন তিনি। উরুগুয়ে গোলমুখে ছিলেন ফার্নান্দো মুসলেরা। চার ডিফেন্ডার মার্টিন কেরিস, দিয়েগো গোডিন (অধিনায়ক), জোসে গিমেনেজ, গুয়েইরা ভেরেলা। জয় দিয়ে শুরু করলেও এখন দেখার জয়ে ধারা অব্যাহত রাখতে পারে কি না। উরুগুয়ে পরের খেলা সৌদি আরবের সঙ্গে।

প্রথম দিনে শেষ শ্রীলঙ্কার ইনিংস, ম্যাচের রাশ ক্যারিবিয়ানদের হাতে

গ্রস আইলেট, ১৫ জুন: দ্বিতীয় টেস্টেও ম্যাচের রাশ ক্যারিবিয়ানদের হাতে। প্রথম টেস্টে জেতার পর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেই শেষ হয়ে গেল শ্রীলঙ্কার ইনিংস। শুরুটা এবেলাবে ভাল হয়নি শ্রীলঙ্কার। প্রথম ওভার মেডেন দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোচ। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলেই আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান উদাতে (০)। অন্য ওপেনার পেরেরা (৩২) চেষ্টা করলেও বেশি রান করতে পারেনি। এছাড়া ব্যাট হাতে ব্যর্থ প্রায় সব ব্যাটসম্যানই। ডি সিলভা (১২), এ সিলভা (৬), ডিকওয়াল্লা (১৬), ধনঞ্জয় (২), লাকমল (১০), রাঁঝিতা (৪)। ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে মেন্ডিস (৪৫) ও অধিনায়ক চান্ডিমাল (১১৯*)। ৭৯ ওভারে ২৫৩ রানে অলআউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলার গ্যাব্রিয়েল বল হাতে ৫টি উইকেট সংগ্রহ করেন। এছাড়া রোচ ৪টি ও হোল্ডার ১টি উইকেট পেয়েছেন। ব্যাট করতে নেমে কোনও উইকেট না হারিয়ে ২ রান করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ফুটবল জ্বরে কাবু মহানগরে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন দলের জার্সি।

রাশিয়া বিশ্বকাপে আইএসআইএসের হামলার হুমকি

দামাস্কাস, ১৫ জুন : বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল ফুটবল। ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ফুটবলের নামে একত্র হতে পারেন। তবে ফুটবলের এই সবথেকে বড় এই ইভেন্টটিকে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএস। সাইট নামক একটি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে এসেছে আইএসআইএস জঙ্গী সংগঠনটির কিছু পোস্টার। যেখানে ইসলামিক জঙ্গী সংগঠনটির পক্ষে ধমকি দিয়ে লেখা হয়েছে এই ফুটবল বিশ্বকাপ ইসলাম ও আল্লাহ বিরোধী তাই স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে এলে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। অন্য একটি পোস্টারে একটি জঙ্গিকে সোচি স্টেডিয়ামের দিকে বন্দুক ও বোমা নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে এই দুটি পোস্টারই নয়, আরও একটি পোস্টারও সাইট গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের লোগোটির ওপর একটি ছুরি বসানো হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সোচি স্টেডিয়ামটিকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আইএসআইএসএর।

বুক স্টোরেও রাশিয়া বিশ্বকাপের আবহ

সায়ন্তন সেন

সব প্রতীক্ষার অবসানের পর শুরু হল রাশিয়া বিশ্বকাপ। যে বিশ্বকাপের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। পিছিয়ে নেই ভারতও। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, শহরের মতো আমাদের 'সিটি অফ জয়' কলকাতাতে রাশিয়া বিশ্বকাপ নিয়ে মানুষের আবেগ, ভালবাসা, উন্মাদনা কোনও অংশেই কম নয়। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ, অলি-গলি কাঁপছে বিশ্বকাপ জ্বরে। নিজেদের প্রিয় দল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেনের পতাকা চোখে পড়ছে বিভিন্ন ক্লাবে। রাস্তার ধারে দেওয়ালের দিকে তাকালে চোখে পড়ছে প্রিয় ফুটবলারের ছবি। যেখানে রয়েছেন মেসি, রোনাল্ডো, নেইমার প্রমুখ। শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টে তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপের স্পেশ্যাল মেনু। এবার সেই বিশ্বকাপের আঁচ ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার এক বুক স্টোরেও। পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক স্টোরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সেখানেও রয়েছে বিশ্বকাপের ছোঁয়া। এখানে এলে পাওয়া যাবে রোনাল্ডো, মেসি, নেইমার, পোগবা, হ্যারি কেনের ওপর লেখা বিভিন্ন বই। দেশ-বিদেশের

হরেকরকম বইয়ের মধ্যে এগুলো একটা আলাদা আকর্ষণ বলাই চলে। এছাড়া বিশ্বকাপের বিভিন্ন দেশের পতাকা, মেসি নেইমার, রোনাল্ডোদের কাটআউটও খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। গোলপোস্টের জালে টাঙানো রয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশের পতাকা। আর গোলপোস্টটি রয়েছে এক টেবিল ভর্তি বিভিন্ন বইকে ঘিরে। আর বইগুলির ওপর রয়েছে কয়েকটি ফুটবল ও বিশ্বকাপের একটি রেপ্লিকা।

গত ১২ তারিখ এখানে অভিনব কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। যে কুইজে অংশগ্রহণ করেছিলেন শহরে বাছাই করা ৩২ জন ফুটবল ফ্যান। বিশ্বকাপের মতোই যে কুইজ প্রতিযোগিতার ফরমাট ছিল। ৩২ জন যেন ছিলেন ৩২টি দেশের প্রতিনিধি। বিশ্বকাপের মতোই এখানে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, ফাইনাল খেলা হয়। বিজয়ী মুকুট জেতে ব্রাজিল। শুধু নিচেই নয়, অক্সফোর্ড বুক স্টোরের ওপরে রয়েছে আরও চমক। অক্সফোর্ড বুক স্টোরের ওপরে রয়েছে চা বার নামে একটি ফুড কোর্ট। যেখানে আমাদের পরিচিত খাবার তো রয়েছেই, পাশাপাশি বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে কিছু নতুন মেনুও রয়েছে। এখানে এসে যার স্বাদ না নিলে অনেক কিছুই মিস হবে। বিভিন্ন দেশের তারকা ফুটবলারদের নামে তৈরি হয়েছে বেশকিছু পদ। যেমন- নেইমার কিক, র‍্যামোস ডিফেন্স, পোগবা ম্যাজিক, হট অ্যান্ড স্পাইসি রোনাল্ডো, রড্রিগেজ উইঙ্গার, দ্য কেন প্ল্যাটার, সুয়ারেজের সেই কামড়ের সঙ্গে মিলিয়ে 'দ্য বিগ বাইট সুয়ারেজ', দ্য মুলার বার্গার, দ্য সালাহ সারপ্রাইজ, দ্য লুকাকু স্ট্রাইক। আর এইসব মেনুর স্বাদ নিতে শুধু কলকাতার মানুষরাই আসেননি। সুদূর আর্মেনিয়া ও ইরান থেকেও মানুষ এসেছেন। যেমন ইরান থেকে কলকাতায় এসেছেন আর্মেন মাকারিয়া। তিনি জানালেন,' কলকাতায় এসে আমি ঘুরতে অক্সফোর্ড বুক স্টোরে আসি। প্রথমদিনই খুব ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে নিজেদের দেশের পতাকা এখানে দেখতে পেয়ে আরও ভাল লাগে। সেই ভাল লাগার টানে আবার এখানে এসেছি। এবার বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা এখানকার স্পেশ্যাল মেনু উপভোগ করতে চাই।' বিদেশিদের পাশাপাশি কলকাতার মানুষরাও এই পরিবেশটা বেশ ভালভাবেই উপভোগ করছেন। কলকাতার এক কলেজ স্টুডেন্ট সৃষ্টি বসু জানালেন, 'বিশ্বকাপ চলছে আর অক্সফোর্ড বুক স্টোরকে এত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে সত্যিই অন্যরকম লাগছে। তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে তৈরি করা এইসব স্পেশাল মেনু। চার বারের এরকম মেনু বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা হলেও অক্সফোর্ড বুক স্টোরের ভিতরের এরকম সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে আগেও। যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, রাসকিন বন্ডের জন্মদিন, হ্যারি পটারের জন্মদিনেও অক্সফোর্ড বুক স্টোরের ভিতরটা বেশ সুন্দরভাবেই সাজানো হয়েছিল। আর বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে আরও সুন্দরভাবে সাজানো হল। তাই বিশ্বকাপ চলাকালিন অক্সফোর্ড বুক স্টোরে না আসলে অনেক কিছুই মিস করবে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা।'

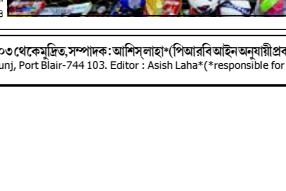

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).